দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 4 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

এসএসসি পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়ন প্রসঙ্গে

আমি কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া থানাধীন মকিমপুর আবদুল মতিন খসরু উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হিসাবে এবার (২০১৭) এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমাকে 'বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ' পরীক্ষায় ৩৪ নম্বর দিয়েছেন এবং এই বিষয়ে আমাকে ফেল দেখিয়েছেন। আমি ১১টি বিষয়ে (বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ বাদে) মোট নম্বর পেয়েছি ৭৬৭ অর্থাৎ গড়ে শতকরা নম্বর ৬৯.৭২।

আমার খাতাটি যে পরীক্ষক মহোদয় দেখেছেন তিনি (খাতা দেখার সময়) তখন মানসিকভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ একই পরীক্ষক মহোদয় আমাদের স্কুলের আরো ৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকেও এই 'বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ' বিষয়ে ফেল করিয়ে দিয়েছেন।

আমরা ৪ জন শিক্ষার্থী ঐ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের কারো ফল পরিবর্তিত হয়নি। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম, চ্যালেঞ্জ করা খাতাগুলো 'পুনর্মূল্যায়ন' (Re-valuation) হয় না। কেবল প্রাপ্ত নম্বর গণনা, নম্বর প্রদানে ভুলভ্রান্তি দেখা হয়। পরীক্ষার খাতা 'পুনঃনিরীক্ষার' (Re-check) নামে যা করা হচ্ছে তা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক রকম নিষ্ঠুর তামাশা এবং প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই খাতা পুনঃনিরীক্ষার প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন হওয়া জরুরি।

সাকির খন্দকার
মকিমপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা